মাসিক
দুদক বার্তা
www.acc.org.bd

৮ম বর্ষ
৩২তম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়
ফাঁদ অভিযান
গ্রেফতার
হট লাইন ভিত্তিক অভিযান
প্রশিক্ষণ
বিচার ও দন্ড
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

কমিশন সভায় আলোচনা করছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ

ঘুষ হচ্ছে দুর্নীতির প্রাচীনতম একটি ঘৃণ্য রূপ। ঘুষ নিয়ে নানা দেশে নানা বিতর্কও রয়েছে। ঘুষ, টিপস, বকসিস্, উপঢৌকন, উৎকোচ, স্পীডমানি নানা নামে প্রায় প্রতিটি সমাজেই এর প্রচলনও রয়েছে। ঘুষ নিয়ে অনেক রসালো গল্পও রয়েছে। একটি গল্প প্রায়ই শোনা যায়-সেই গল্পটি পাঠকদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিই। গল্পটি এমন-এই ভূখণ্ড তথা ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। দেশের একটি আদালতে এক ব্রিটিশ যুবক বিচারক হিসেবে যোগদান করেছেন। বিলেত থেকে সদ্য বাংলাদেশে আসা যুবক বিচার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তখনও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি-এই ব্রিটিশ বিচারক। এমন সময় তাঁর অধীন এক কর্মচারী তাকে জানাল, পেশকার সাহেব ঘুষ খান। বিচারক কিছুটা বিস্মিত হলেন। ঘুষ আবার কি? তিনি ঐ কর্মচারীকে বললেন, পেশকার সাহেব যখন ঘুষ খান, তখনই তাকে যেন জানানো হয়। অধীন কর্মচারীটি তক্কেতক্কে রইল। একদিন সে দেখে পেশকার সাহেব বিশাল এক কাঁদি পাকা কলা ঘুষ হিসেবে নিয়ে, তা নিজ কামরায় রেখেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি ব্রিটিশ বিচারক-কে জানানো হলো। বিচারকও তীব্র আকর্ষণ নিয়ে ঘুষ দেখতে পেশকারের কক্ষে আসেন। তিনি প্রশ্ন করেন, Where is ghush? অধীনকর্মচারীটি কলার কাঁদিটি দেখিয়ে বলেন, Sir, this is ghush. বিস্মিত বিচারক কাঁদি থেকে ছিড়ে দু'টি সুমিষ্ট কলা খেলেন। কলা খেয়ে বললেন, It is fine. I will eat more ghush. সেই ঘুষ আজ বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সকল উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ঘুষ সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের আইনি দায়িত্ব দুদকের। দুদক নিবিড়ভাবে এ দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করছে।

ঘুষের এই অপ-সংস্কৃতির অবসান এবং দুর্নীতির উৎস মূল নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁদ মামলা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়, এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতে-নাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বর্তমান কমিশন বিগত সাড়ে তিন বছরে ৭৪টি ফাঁদ মামলায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে। কেবল ২০১৯ সালেই ২২টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি ফাঁদ মামলাই নিখুঁতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। কমিশন থেকে বলা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ঘুষ খাওয়ার অপসংস্কৃতি নির্মূল করা হবে। তাই ঘুষ বিরোধী অভিযানে সকলের অংশ গ্রহণ জরুরি। সমন্বিত ও সংগঠিত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমেই ঘুষের এই সংস্কৃতি নির্মূল হতে পারে।

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৯৩৫৩০০৪-৮ info@acc.org.bd
www.acc.org.bd

ফাঁদ অভিযান

অক্টোবর মাসে কমিশন ফাঁদ পেতে ঘুষের টাকাসহ ৮(আট) জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ আনিসুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও।	সরকারি কর্মচারী হয়ে অপরাধমূলক অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক মোঃ জাফরুল্লাহ, সহকারী শিক্ষক (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), ৩৪নং সরকারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য অবৈধভাবে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঘুষ গ্রহণকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী দল মোঃ আনিসুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঠাকুরগাঁও-কে গ্রেফতার করে।
আনিছুর রহমান, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, বগুড়া সদর, বগুড়া।	বগুড়া সদর, বগুড়া বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে আনসার ও ভিডিপি'র ১২ জন ওয়ার্ড লিডার অনুপস্থিত থাকলে বগুড়া সদর উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা তাদের নিকট হতে কৈফিয়ত তলব করেন এবং চাকরিচ্যুত করার হুমকি প্রদান করেন। কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান ও চাকরি রক্ষার জন্য আনিছুর রহমান, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা তাদের নিকট হতে ১০,০০০/- টাকা করে ১,২০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবি করলে ভুক্তভোগীগণ দুদকের বগুড়া সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী দল ঘুষ গ্রহকালে আনিছুর রহমান-কে হাতে নাতে ঘুষের টাকাসহ গ্রেফতার করে।
মোঃ আবদুর রহমান, সার্ভেয়ার (ভারপ্রাপ্ত কানুনগো), উপজেলা ভূমি অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার।	জনৈক সেকান্দর বাদশাহ, ঘোনাপাড়া, শাপলাপুর, মহেষখালী, কক্সবাজার-এর পিতা-মাতার নামে বন্দোবস্ত প্রাপ্তি জমির নামজারির প্রতিবেদনের জন্য মোঃ আবদুর রহমান, সার্ভেয়ার (ভারপ্রাপ্ত কানুনগো), উপজেলা ভূমি অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার ২০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবি করেন। সরকারি চাকুরিতে কর্মরত থেকে অসৎ উদ্দেশ্যে অর্পিত দায়িত্বপালনে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক তাঁর বৈধ পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত হিসেবে অর্থ দাবি করায় অভিযোগকারী দুদকে অভিযোগ করেন। কমিশনের অনুমোদনক্রমে ফাঁদ মামলা পরিচালনাকারী দল আসামিকে তল্লাশি করে ঘুষের ২০ হাজার টাকাসহ গ্রেফতার করে। এসময় আসামিকে দেহ তল্লাশি করে ঘুষের আরো ১,৮৮,৫০০/- টাকা উদ্ধার করে হাতে-নাতে গ্রেফতার করে।

গণশুনানি

দুদক অক্টোবর/২০১৯ মাসে ০৫ টি গণশুনানি পরিচালনা করেন।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৫টি	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম; রামগঞ্জ, লক্ষীপুর; রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ; বাহুবল, হবিগঞ্জ; কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা ইত্যাদি।

গ্রেফতার

দুদকের বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় অক্টোবর/২০১৯ মাসে ১১(এগার) জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এ.এম.এম আরিফুল হক, সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক (বরখাস্তকৃত), সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী শাখা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণামূলকভাবে বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী শাখা, রাজশাহীর ০২ কোটি ০৫ লক্ষ টাকার পে-অর্ডার ইস্যু করে উত্তোলন ও আত্মসাতের অপরাধ।
জুনায়েদ হোসেন লস্কর, স্বত্বাধিকারী মেসার্স লস্কর ট্রেডার্স, খুলনা।	প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ৪,৯৭,০৪,০৬৩/- টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে পরিশোধ না করে আত্মসাৎ।
সৈয়দ মোঃ মাহমুদ ফুয়াদ, হিসাব রক্ষক (বরখাস্ত), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ।	পরস্পর যোগসাজশে নিজেরা অবৈধ লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ এর আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় না করে ও জ্বালানি তেল ক্রয়ের অতিরিক্ত বিল হিসেবে ১৭,২১,৭০৪/- টাকা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন কাজ না করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নামে বিল করে সর্বমোট ১৮,০০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

কমিশন অক্টোবর/২০১৯ মাসে ২৮৪টি অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	
২৮৪টি	স্বাস্থ্য	: সিভিল সার্জন অফিস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; সদর হাসপাতাল।
	সিভিল এভিয়েশন	: টোল দুর্নীতি; আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস; কারা অধিদপ্তর/জেলা কারাগার; আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।
	নাগরিক সেবা	: সিটি কর্পোরেশন; পৌরসভা; ইউনিয়ন পরিষদ; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো; সমাজসেবা ও ত্রান ও ভাতা; উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা; ডাক বিভাগ; নির্বাচন অফিস।
	অর্থ সংক্রান্ত দপ্তর	: জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়; আঞ্চলিক আয়কর অফিস; অডিট অফিস; কাস্টমস; সঞ্চয় অধিদপ্তর।
	মৎস, কৃষি ও পশুসম্পদ	: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।
	বন ও পরিবেশ	: বন অধিদপ্তর/জেলা কার্যালয়; পরিবেশ অধিদপ্তর/জেলা কার্যালয়; অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধ ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ

কমিশন অক্টোবর/২০১৯ মাসে ৪৯ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	প্রশিক্ষণের নাম
০১	দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
০২	Workshop on " Promoting Integrity in Public Sector: Corruption Risks Assessment and Managment Methodology".
০৩	জাপানে অনুষ্ঠিত Issue-focused Training Course on "Criminal Justice Response To Corruption" শীর্ষক প্রশিক্ষণ।

গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিচার ও দণ্ড

অক্টোবর মাসে ২১টি মামলা বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলা।

আসামির পরিচিতি	বিচারিক আদালতের রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আব্দুর রব, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইন্দুরকানী খাদ্য গুদাম, পিরোজপুরসহ ০২ জন।	আসামি আব্দুর রবকে ০৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক ইউনিয়ন সমাজ কর্মী (উন্নয়ন) উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	আসামি মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২,৭১,৯৮৫/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।
মোঃ কামরুল হোসেন, সাং-শরিফাবাদ, থানা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর।	আসামি মোঃ কামরুল হোসেনকে ০৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪৩,০১,৭১৪/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান।

দুর্নীতির কোনো ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য যেকোনো ফোন থেকে দুদকের অভিযোগ কেন্দ্রের

হটলাইন-১০৬

নম্বরে ফ্রি কল করুন।

দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলা

কমিশন অক্টোবর মাসে ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ৬৮টি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামির পরিচিতি	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোঃ রফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক, হিলফুল ফুযুল সমাজকল্যাণ সংস্থা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ও অন্যান্য ০২জন।	সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের জন্য ইনফ্রাকস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ (ইডকল) হতে গৃহীত ঋণের সুদসহ ১২৩.৮৭ কোটি টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাৎ ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ।
মোঃ আইয়ুব আনছারী, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) (অ.দা.), বিআরটিএ, জেলা সার্কেল ভোলা; বর্তমানে-সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঝালকাঠি।	ডিও প্যাসেজ সুবিধায় আমদানিকৃত গাড়ি ভুয়া বিল অব এন্ট্রি দাখিলপূর্বক খালাস এবং ভোলা বিআরটিএ অফিসে রেজিস্ট্রেশন করে ২,১৫,৬৪,৮৩৩/- শুল্ক ফাঁকি।
কাজী আনিছুর রহমান, প্রোপাইটর-মেসার্স মা ফিলিং স্টেশন ও মেসার্স আরাফিন এন্টারপ্রাইজ, গুলশান, ঢাকা।	দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ১১,২৬,৬০,৯২১/- টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।

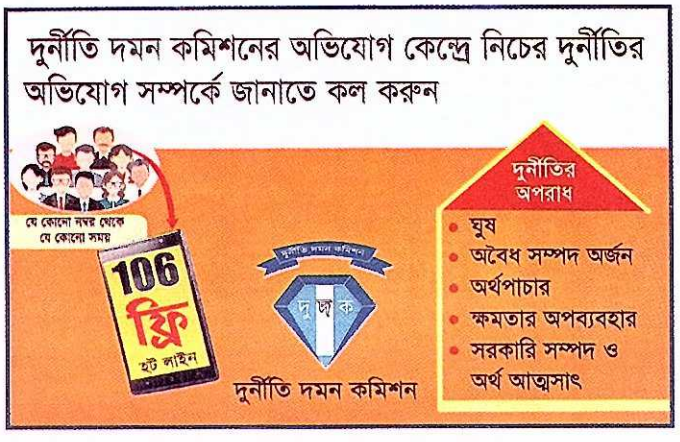

সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচি

কমিশন সভায় আলোচনা করছেন
দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ।

নারায়নগঞ্জ গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

রাঙ্গামাটি গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার এ.এফ.এম আমিনুল ইসলাম।

পটুয়াখালী গণশুনানিতে বক্তব্য রাখছেন
দুদক কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

প্রশিক্ষণ শেষে এ সনদপত্র প্রদান করেন
দুদক সচিব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

দুদক অভিযোগকেন্দ্র-১০৬ এ অভিযোগের ভিত্তিতে
তাৎক্ষণিক অভিযান।

মানুষ ঘুষ দেয়া বন্ধ করলে, ফাইল আটকে রাখারও অবসান ঘটবে ☞ দুর্নীতিকে না বলি